بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হজ্জ ও উমরা

ও যিয়ারত গাইড

সংকলন ও গবেষণা

মুফ্‌তী মুহাম্মাদ জাকের উল্লাহ

সম্পাদনা

ড. মুহাম্মাদ শামসুল হক সিদ্দীক

সূচিপত্র

পূর্বকথা	১১
হজের ফযীলত ও তাৎপর্য	১৫
হজের তাৎপর্য	১৭
হজকর্মসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	২১
তাওয়াফ	২১
রামল	২১
যমযমের পানি ও সাফা মারওয়ার সা'ঈ	২২
উকুফে আরাফা	২৩
হজ পালনের পবিত্র স্থানসমূহের পরিচিতি	২৫
পবিত্র কা'বা	২৫
পবিত্র কা'বার উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ	২৫
হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)	২৬
রুকনে য়ামানি	২৭
মুলতাযাম	২৭
মাকামে ইব্রাহীম	২৮
মাতাফ	২৯
সাফা	২৯
মারওয়া	২৯
মাস'আ	৩০

মসজিদুল হারাম ৩০
হজের প্রস্তুতি ৩২
মানসিক প্রস্তুতি ৩২
আর্থিক প্রস্তুতি ৩৭
হজ তিন প্রকার: তামাত্তু, কেরান, ইফরাদ ৩৯
তামাত্তু হজ ৩৯
তামাত্তু হজ তিনভাবে আদায় করা যায় ৩৯
কেরান হজ ৪০
ইফরাদ হজ ৪০
বদলি-হজ ৪১
হজের সফর শুরু ৪৫
মীকাত ও ইহরাম ৫৩
মীকাত ৫৩
স্থান বিষয়ক মীকাত (মীকাতে মাকানি) ৫৩
মক্কা থেকে মীকাতসমূহের দূরত্ব ৫৪
মীকাতে মাকানি বিষয়ে কিছু সমস্যার সমাধান ৫৫
কাল বিষয়ক মীকাত (মীকাতে যামানি) ৫৫
ইহরাম ৫৬
ইহরাম বাঁধার সময় ৫৬
ইহরাম বাঁধার নিয়ম ৫৬
প্রথম ইহরাম: উমরার নিয়তে মীকাত থেকে ৫৭
দ্বিতীয় ইহরাম: হজের নিয়তে মক্কা থেকে ৫৮
ইহরাম অবস্থায় করণীয় ৫৯
ইহরাম ও তালবিয়া ৬০
তালবিয়া পাঠের হুকুম ৬২
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ৬৫
ফিদয়া হিসেবে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রকারভেদ ৮০
দৃষ্টি আকর্ষণ ৮১
পবিত্র মক্কায় প্রবেশ ৮২

উমরা আদায়ের পদ্ধতি ৮২
উমরার তাওয়াফ শুরু ৮৫
যমযমের পানি পানের ফযীলত ৮৭
যমযমের পানি পান করার আদব ৮৮
সা'ঈ যাতে যথার্থভাবে আদায় হয় সেজন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখুন ৮৯
সা'ঈ করার নিয়ত বা প্রতিজ্ঞা করা: ৮৯
সা'ঈ শুরু ৯০
উমরা বিষয়ে আরো কিছু তথ্য ৯৩
উমরার ফযীলত ৯৩
হজের সফরে একাধিক উমরা ৯৪
অন্যান্য সময়ে একাধিক বার উমরা করা প্রসঙ্গে ৯৪
উমরা করা সুন্নত না ওয়াজিব ৯৫
উমরা কখন করা যায় ৯৬
উমরার মীকাত ৯৬
তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৯৭
তাওয়াফের সংজ্ঞা ৯৭
তাওয়াফের ফযীলত ৯৭
তাওয়াফের প্রকারভেদ ৯৭
১. তাওয়াফে কুদুম ৯৭
২. তাওয়াফে এফাদা বা যিয়ারত ৯৮
৩. তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ ৯৮
৪. তাওয়াফে উমরা: ৯৯
৫. তাওয়াফে নযর: ৯৯
৬. তাওয়াফে তাহিয়্যা: ৯৯
৭. নফল তাওয়াফ: ৯৯
তাওয়াফ বিষয়ক কিছু জরুরি মাসায়েল ৯৯
তাওয়াফ করার সময় রামল ও ইযতিবা ১০১
নারীর তাওয়াফ ১০১
সাফা মারওয়ার মাঝে সা'ঈ ১০৩

সাত চক্কর কীভাবে হিসাব করবেন? ১০৩
সা'ঈ করার গুরুত্ব ও হুকুম ১০৩
সংক্ষেপে উমরা আদায়ের নিয়ম ১০৪
যিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের মর্যাদা ১০৫
যিলহজ মাসের প্রথম দশকে নেক আমলের ফযীলত ১০৮
যিলহজের প্রথম দশকে যে সকল আমল করা যেতে পারে ১০৯
১. ঐকান্তিকভাবে তাওবা করা ১০৯
২. হজ ও উমরা আদায় করা ১১০
৩. বেশি করে নেক-আমল করা ১১১
৪. যিকির-আযকারে নিমগ্ন সময় যাপন ১১১
৫. উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করা ১১২
তাশরীক এর দিনসমূহে করণীয় ১১৩
আইয়ামুত তাশরীকের ফযীলত ১১৩
এ দিনগুলোতে করণীয় ১১৫
৮ যিলহজ: মক্কা থেকে মিনায় গমন ১১৬
৯ যিলহজ: উকুফে আরাফা ১১৭
আরাফা দিবসের ফযীলত ১১৭
উকুফে আরাফা ১১৯
আরাফার ময়দানে প্রবেশ ১২০
আরাফা দিবসের মূল আমল 'দু'আ' ১২৩
আরাফা দিবসের উত্তম দু'আ ১৩০
সংক্ষেপে উকুফে আরাফার নিয়ম ১৩০
মুযদালিফায় রাত যাপন ১৩২
মুযদালিফার পথে রওয়ানা ১৩২
মুযদালিফায় করণীয় ১৩৩
মুযদালিফায় অবস্থানের ফযীলত ১৩৬
মিনায় পৌঁছে করণীয় ১৩৭
১০ যিলহজের আমলসমূহ ১৩৮
প্রথম আমল: কঙ্কর নিক্ষেপ ১৩৮
কঙ্কর নিক্ষেপের সময়সীমা ১৩৮

কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতি ১৩৯
কঙ্কর নিক্ষেপের ফযীলত ১৪০
দুর্বল ও নারীদের কঙ্কর নিক্ষেপ ১৪০
দ্বিতীয় আমল: হাদী জবেহ করা ১৪০
কোথায় পাবেন হাদী ১৪১
অজানা ভুলের জন্য দম দেয়া ১৪২
হজের হাদী ব্যতীত অন্য কোনো কুরবানি করতে হবে কি-না? ১৪৩
হাদী জবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন প্রসঙ্গ ১৪৩
তৃতীয় আমল: মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা ১৪৫
মাথা মুণ্ডনের ফযীলত ১৪৬
মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার পদ্ধতি ১৪৬
চতুর্থ আমল: তাওয়াফে যিয়ারত ১৪৭
মাসিক স্রাব-গ্রস্ড় মহিলার করণীয় ১৪৮
সা'ঈ অগ্রিম করে নেয়া প্রসঙ্গে ১৪৮
মিনায় রাত্রিযাপন ১৫১
১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ প্রসঙ্গ ১৫২
১২ তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপ ১৫৩
১৩ তারিখ কঙ্কর নিক্ষেপ ১৫৪
মক্কায় ফিরে যাওয়া ১৫৪
বিদায়ী তাওয়াফ ১৫৫
বিদায়ী তাওয়াফের নিয়ম ১৫৫
হজের ভুলত্রুটির ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গ ১৫৫
হজকর্মসমূহে কয়েক প্রকার ভুল হতে পারে: ১৫৬

যিয়ারতে মদীনা **১৫৭**

মদীনার পথে রওয়ানা ১৫৯
মসজিদে নববিতে প্রবেশ ১৬০
রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর দুই সাথীর কবর যিয়ারতের আদব ১৬১
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র কবর যিয়ারতের সময় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ১৬৪
মদীনা শরীফে অন্যান্য যিয়ারতের স্থান: জান্নাতুল বাকি ১৬৮
মসজিদে কুবায় সালাত আদায় ১৬৯

মসজিদে কোবায় সালাত আদায়ের নিয়ম	১৭১
যিয়ারতে শুহাদায়ে উহুদ	১৭১
বাড়ি প্রত্যাবর্তনের আদব প্রসঙ্গ	১৭২
এলাকাবসীর করণীয়	১৭৩
হজ পালনকালে যেসব ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষ থেকে ভিন্ন	**১৭৪**
হজ অবস্থায় নারীর পোশাক পরিচ্ছদ	১৭৪
হজের সফরে নারীর সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা প্রসঙ্গ	১৭৫
নারীর তালবিয়া পাঠ	১৭৫
হজ পালনকালে হায়েযরতা নারীর করণীয়	১৭৬
নারীর তাওয়াফ-সা'ঈ	১৭৭
হজকারীর ভুলত্রুটি	**১৭৮**
ক. মীকাত ও ইহরাম বিষয়ক ভুল	১৭৮
খ. তালবিয়া পাঠের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি	১৭৮
গ. হেরেম শরীফে প্রবেশের সময় ভুলত্রুটি	১৭৯
ঘ. তাওয়াফের সময় ভুলত্রুটি	১৭৯
সা'ঈ করার সময় ভুলত্রুটি	১৮০
ঙ. হলক কিংবা কসরের সময় ভুলত্রুটি	১৮১
চ. ৮ যিলহজ হাজীদের ভুলত্রুটি	১৮১
ছ. আরাফা দিবসের ভুলত্রুটি	১৮১
জ. উকুফে মুযদালিফার ভুলত্রুটি	১৮২
ঝ. কঙ্কর নিক্ষেপের ভুল-ত্রুটি।	১৮২
অন্যান্য ভুলত্রুটি	১৮২
মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারতকালে ভুলত্রুটি	১৮৩
হজ কবুল হওয়ার আলামত	**১৮৪**
আল-কুরআন থেকে নির্বাচিত দু'আ	**১৮৭**
হাদীস থেকে নির্বাচিত দু'আ	**১৯৩**
কুরআন থেকে নির্বাচিত দু'আ	**২০৫**
আমাদের বইসমূহ	**২০৭**

পূর্বকথা

প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে মক্কা নগরীতে পবিত্র কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণের নির্দেশ পেলেন ইব্রাহীম ﷺ। নির্মাণ শেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে হজে আসার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা উচ্চারণ করারও আদেশ পেলেন তিনি। নির্দেশ মতো ঘোষণা উচ্চারণ করলেন ইব্রাহীম ﷺ। সে ইব্রাহীমি ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বর্তমানে বিশ লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলমান প্রতি বছর পবিত্র নগরী মক্কায় গমন করে থাকে হজ পালনের উদ্দেশ্যে।

হজ, হাতে-গোনা নির্ধারিত কয়েকটি দিনে পালিত হওয়ার বিষয় হলেও, একজন মানুষের জীবনকে ঢেলে সাজাতে সাহায্য করে নতুন করে। কেউ যখন হজ পালনের উদ্দেশ্যে ঘরসংসার ছেড়ে রওয়ানা হয় মক্কার পথে। মনে মনে সে ভাবতে লাগে যে আত্মীয়-পরিজন, জীবনের মায়া-মোহ, নিত্যদিনের ব্যস্ততা-দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদির শেকল ছিঁড়ে সে কেবলই ধাবমান হচ্ছে আল্লাহর পানে। নিজের একান্ত পরিচিত জীবন থেকে আলাদা হয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে সে আল্লাহর যিকির-স্মরণের ভিন্নতর এক জগতে। সে নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখানে আছে 'বায়তুল্লাহ' আল্লাহর ঘর। যেখানে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের ত্যাগ ও অর্জনের সোনালি ইতিহাস। যেখানে আছে ওইসব মানুষের ত্যাগের ইতিহাস যাদের প্রতিটি নিশ্বাসে প্রবাহ পেয়েছে আল্লাহর স্মরণ-ভক্তি-ভালোবাসা। যাদের জীবন-মৃত্যু নিবেদিত হয়েছে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। হজ পালনকারীর হৃদয়ে এ ধরনের ভাবও উদিত হয় যে, এমন এক পবিত্র ভূমির দিকে সে পা বাড়াচ্ছে, আল্লাহ যেটাকে চয়ন করেছেন তাঁর শেষ হিদায়াত প্রকাশের জায়গা হিসেবে। এভাবে হজের সফর মানুষের হৃদয়ে শুরু থেকেই সৃষ্টি করে আল্লাহ-মুখী এক পবিত্র চেতনা যা হজের প্রতিটি কাজকে করে দেয় ইখলাসপূর্ণ।

হজ এক অর্থে আল্লাহর পানে সফর। হজে আল্লাহর রহমত-বরকত স্পর্শের এক উন্নততর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে একজন মানুষ। হজ এমন একটি ইবাদত যেখানে একত্রিত হয় আল্লাহর যিকির, শরীরের ক্লেশ-ক্লান্তি-শ্রম। যেখানে ব্যয় হয় উপার্জিত অর্থ। সে হিসেবে হজকে অন্যান্য ইবাদতের নির্যাস বললেও ভুল হবার কথা নয়।

মাবরুর হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয় বলে হাদীসে এসেছে। শরী'আতের সীমা-লঙ্ঘন ও অশালীন আচরণমুক্ত হজকারী নবজাতক শিশুর তুল্য হয়ে ফিরে আসে স্বদেশে, এ কথাও ব্যক্ত হয়েছে হাদীসে স্পষ্ট ভাষায়। তবে এ ধরনের হজ কেবল পবিত্র ভূমি পর্যটন করে চলে এলেই হবে না, বরং তার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি হজকর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ-অনুকরণ-ইত্তেবা। হজপালনের প্রতিটি পদক্ষেপে কীভাবে আমরা প্রিয় নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি সে প্রেরণা থেকেই এই পুস্তক রচনায় হাত দেয়া।

বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন ও শরীয়তবিদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল এই পুস্তক। পর্যাপ্ত পরিমাণ টিকা-টিপ্পনি সরবরাহ করে বইটিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি হজকর্মের পেছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবাদের ﷺ আদর্শ কী, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে যথেষ্ট শ্রম দিয়ে। আমাদের দেশে হজ বিষয়ক প্রকাশনা অঢেল। তবে এর অধিকাংশই রেফারেন্সবিহীন। আবার কিছু কিছু এমনও রয়েছে যেগুলোয় মারাত্মক ধরনের ভুল তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। হাদীস-কুরআনের অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে লিখিত পুস্তক খুব কমই নজরে পড়ে। সে দৃষ্টিতে আমাদের এই প্রচেষ্টা পাঠকের সমাদর পাবে বলে বিশ্বাস।

একজন মুসলিম মূলত সজ্ঞানে ও জেনে বুঝে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর বাইতুল্লাহর হজ ফরয করেছেন এবং একে দীনের অন্যতম রোকনের মর্যাদা দান করেছেন, তাই হজ ও উমরাকারী প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হজের প্রয়োজনীয় মাসআলা ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জানা এবং সে অনুসারে আমল করা।

হজে গমনকারী যে কোনো মানুষের জন্য বিভ্রান্তিকর বিষয় হচ্ছে এমনভাবে এ ইবাদতে অংশ নেয়া, যেনো প্রথাসর্বস্ব কয়েকটি ধারণা ব্যতীত হজ সম্পর্কে তার স্বচ্ছ কোনো ধারণা নেই। মানুষের কাছে যা শুনেছে, কিংবা যে ধারণায় উপনীত হয়েছে, কেবল তাকেই বিধান হিসেবে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় বলে ধরে নিয়েছে। কিংবা ভুল করে আলেমদের কাছে বলে বেড়াচ্ছে যে, ভুল তো হয়েছে, এবার দেখুন কোনো পথ করা যায় কি-না। অথচ তার জন্য ওয়াজিব ছিল, হজে অংশ নেয়ার পূর্বেই এ সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করে।

ইমাম বুখারী ﵀ তার রচিত সহীহ বুখারীর একটি পরিচ্ছদ-শিরোনাম উল্লেখ করেছেন এভাবে:

باب العلم قبل القول والعمل : لقول الله تعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

তিনি কথা ও কাজের পূর্বে ইলম তথা জানাকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

রাসূল ﷺ থেকে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে :

﴿خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ﴾

'তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজের বিধি-বিধান শিখে নাও।'[১]

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে, রাসূল ﷺ হজের যাবতীয় আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ব্যাপারে নির্দেশ করেছেন।

সুতরাং, হজের বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করা, বলা যায়, হজ গমনকারী প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব। মনে রাখতে হবে, যে কোনো আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে ইখলাস থাকা, সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া এবং বিশুদ্ধ আকীদা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সে আমল সম্পাদন করা। অন্যথায় ইখলাস না থাকলে রিয়া চলে আসবে। সুন্নাহ মোতাবেক না হলে বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং বিশুদ্ধ আকীদা অনুসারে কাজটি সম্পাদন করা না হলে এর মৌলিকত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। কারণ, বিশুদ্ধ

১. সহীহ মুসলিম : ৭৯২১

আকীদার অর্থই হচ্ছে ঈমানের স্বচ্ছতা। যার আকীদা শুদ্ধ নয়, তার ঈমানও শুদ্ধ নয়।

গবেষকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রশংসার দাবি রাখে। ইসলাম হাউস ডট কম বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁদের সবার প্রতি রইল অসংখ্য ধন্যবাদ ও দু'আ। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে আকুতি তিনি যেন আমাদের এই মেহনত-শ্রম কবুল করেন ও পরকালে আমাদের নাজাতের উসিলা বানান। আমিন

বইটির মুদ্রণ ও ছাপানোর কাজে অর্থায়য় ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য রয়েছে দু'আ। আল্লাহ যেন বইটিকে তাদের ইহকাল ও পরকালের নাজাতের মুক্তির উসিলা বানান। আমীন!

মুফতী মোঃ জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের
লেখক ও গবেষক
www.islamhouse.com

হজের ফযীলত ও তাৎপর্য

হজ ও উমরার ফযীলত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। নিম্নে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হল–

১। মাবরূর হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।[২]

২। যে হজ করল ও শরী'আত অনুমতি দেয় না এমন কাজ থেকে বিরত রইল, যৌন-স্পর্শ রয়েছে এমন কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল, সে তার মাতৃ-গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ 'হওয়ার দিনের মতো পবিত্র হয়ে ফিরে এল।[৩]

৩। 'আরাফার দিন এতো সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য কোনো দিন দেন না। এদিন আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হন ও আরাফার ময়দানে অবস্থানরত হাজীদেরকে নিয়ে তিনি ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন ও বলেন 'ওরা কী চায়?।'[৪]

৪। সর্বোত্তম আমল কী এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বললেন, 'অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তারপর মাবরূর হজ যা সকল আমল থেকে শ্রেষ্ঠ। সূর্য উদয় ও অস্তের মধ্যে যে পার্থক্য ঠিক তারই মত।'[৫] অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'উত্তম আমল কি এই মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল। উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। বলা হল, 'তারপর কী'? তিনি

---

২. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (বুখারী: হাদীস নং ১৬৫০)

৩. فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه من حج لله (বুখারী: হাদীস নং ১৪২৪)

৪. সহীহ মুসলিম: ২/৯৮৩

৫. عن ماعز التميمي – رضى الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال: إيمان بالله وحده ، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال ، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها (আহমদ: ৪/৩৪২)

বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। বলা হল তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মাবরুর হজ।[৬] একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে আয়েশা ﵂ বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনাদের সাথে জিহাদে ও অভিযানে যাব না? তিনি বললেন, 'তোমাদের জন্য উত্তম ও সুন্দরতম জিহাদ হল 'হজ', তথা মাবরুর হজ।"[৭] 'হজ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর অফদ-মেহমান। তারা যদি আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেন। তারা যদি গুনাহ মাফ চায় আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেন।'[৮] আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'এক উমরা হতে অন্য উমরা, এ দুয়ের মাঝে যা কিছু (পাপ) ঘটবে তার জন্য কাফফারা। আর মাবরুর হজের বিনিময় জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।"[৯] হাদীসে আরো এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কারো ইসলাম-গ্রহণ পূর্বকৃত সকল পাপকে মুছে দেয়। হিজরত তার পূর্বের সকল গুনাহ মুছে দেয় ও হজ তার পূর্বের সকল পাপ মুছে দেয়।[১০] ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, 'তোমরা পর পর হজ ও উমরা আদায় করো। কেননা তা দারিদ্র্য ও পাপকে সরিয়ে দেয় যেমন সরিয়ে দেয় কামারের

৬. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي الأعمال أفضل ؟ قال: الإيمان بالله ورسوله ، قيل: ثم ماذا ؟ قال جهاد في سبيل الله ، قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور (বুখারী: ১৪২২)

৭. عن عائشة أم المؤمنين – رضى الله عنها – قالت: قلت يارسول الله ، ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ قال: لَكُنَّ أفضل الجهاد وأجمله الحج ، حج مبرور (বুখারীর ব্যাখ্যা ফাতহুল বারী: ৪/১৮৬১)

৮. عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله قال: الحجاج والعمار وفد الله ، إن دعوه أجابهم وان استغفروه غفر لهم (ইবনে মাযাহ: হাদীস নং ২৮৮৩)

৯. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " (বুখারী: হাদীস নং ১৬৫০)

১০. إن الإسلام يهدم ما كان قبله ، و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله " (সহীহ মুসলিম: হাদীস নং১৭৩)

হাপর লোহা-স্বর্ণ-রূপার ময়লাকে। আর হজ্জে মাবরুরের ছোয়াব তো জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।[১১]

উপরে উল্লিখিত হাদীসসমূহের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই হজ পালনেচ্ছু প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত পবিত্র হজের এই ফযীলতসমূহ ভরপুরভাবে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাওয়া। হজ কবুল হওয়ার সকল শর্ত পূর্ণ করে সমস্ত পাপ ও গুনাহ থেকে মুক্ত থেকে কঠিনভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা।

হজের তাৎপর্য

ইসলামী ইবাদতসমূহের মধ্যে হজের গুরুত্ব অপরিসীম। এক হাদীস অনুযায়ী হজকে বরং সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়েছে।[১২] তবে হজের এ গুরুত্ব বাহ্যিক আচার- অনুষ্ঠান থেকে বেশি সম্পর্কযুক্ত হজের রুহ বা হাকীকতের সাথে। হজের এ রুহ বা হাকীকত নিম্নবর্ণিত পয়েন্টসমূহ থেকে অনুধাবন করা সম্ভব–

১. ইহরামের কাপড় গায়ে জড়িয়ে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে হজের সফরে রওয়ানা হওয়া কাফন পরে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে আখেরাতের পথে রওয়ানা হওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

২. হজের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়া আখেরাতের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়ার প্রয়োজনয়ীতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩. ইহরাম পরিধান করে পুত-পবিত্র হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্য 'লাব্বাইক' বলা সমস্ত গুনাহ-পাপ থেকে পবিত্র হয়ে পরকালে আল্লাহর কাছে হাজিরা দেয়ার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ

---

১১. تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة (আলবানী: সহীহুন্নাসায়ি: ২/৫৫৮)

১২. দেখুন: সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২৫